দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 23 JUN 1993 .
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

বিএ-তে ইংরেজীর প্রবর্তন

বহু লেখালেখি ও আবেদন-নিবেদনের পর অবশেষে বিএ ক্লাসে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বিলম্বে হলেও আমাদের ডিগ্রীধারীরা ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে লাভবান হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার পর থেকে ইংরেজী বিএ ও এম-তে ঐচ্ছিক করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিএ ও এমএ-তে ইংরেজী পড়তে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে, তখন থেকে কলেজের ১শ' ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বাংলায় ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করে আসছে। এমনকি, গুরুত্বপূর্ণ অনার্স কোর্স গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলায় অনার্স কোর্স সমাপন করছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আইএ পর্যন্ত যদি ইংরেজী সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া হতো, তা হলে বিএ ও এমএ-তে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী নিয়ে খুশী মনে ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরব অর্জনে সমর্থ হতো। কিন্তু তা আদৌ হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, ১৯৩৯ সনে স্কুল থেকে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা বিলোপ করা হলেও আইএ, বিএ ও এমএ-তে বাংলা ভাষা ছাড়া আর সব বিষয়ে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। তখন দেখা যেতো, বহু ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী মাধ্যমে ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করার পর আইসিএস, সিএসপি (পাস) বিসিএস (বেঙ্গলি) ও ইপিসিএস (ইপি) দিয়ে দেশে-বিদেশে গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

ব্যাকরণ হচ্ছে যে কোন ভাষা শিক্ষার মূল উৎস। তাই ব্যাকরণ ছাড়া কোন ভাষায়ই সঠিক জ্ঞান ও মৌলিক গুণ অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু আজকাল আমাদের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষার বিশেষ কোন সিলেবাস নেই। যারা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেন, তারা বই দেখে দেখে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আবরু-থাবরু কিছু শিখিয়ে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের ব্যাকরণে সঠিক জ্ঞান নেই তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে ব্যাকরণ শিখে ইংরেজীতে দক্ষ হয়ে উঠবে? বিএ-তে ইংরেজী চালু করার পর ইংরেজী কারা পড়াবে?

জানা গেছে, সরকারী ও বেসরকারী কলেজসমূহে ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষক নেই।

আমাদের মতে, বিএ-তে ইংরেজী চালুর আগে দেশের প্রতিটি জেলায় স্বল্পমেয়াদী ইংরেজী শিক্ষার ট্রেনিং চালু করে যারা ইংরেজী শিক্ষা দেবে তাদেরকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে হবে। ঐসব ট্রেনিং স্কুলে ইংরেজী ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হলে ইংরেজী শিক্ষকরা স্বল্পকালের মধ্যে উক্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সমর্থ হবে। দেশের প্রতিটি জেলার ২/১ জন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষাবিদদেরকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের পরামর্শে ইংরেজী শিক্ষার পথ সহজ হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষকদেরকে ইংরেজী শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, তাদের ডিগ্রী থাকলেও ইংরেজীতে কোন জ্ঞানই নেই।

আমাদের মতে, নিম্নস্তর থেকে ইংরেজী পাকাপোক্তভাবে শিক্ষা দিতে না পারলে উঁচু স্তরে ইংরেজী চালুর কোন মূল্য হবে না।

মোট কথা, বৃটিশ আমলের এমই স্কুলগুলোর কায়দায় ইংরেজী শিক্ষার স্কুল চালু করে গোড়া মজবুত করতে পারলেই উঁচু স্তরসমূহে ইংরেজী চালুর সুফল পাওয়া যাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তথা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ইংরেজীতে দক্ষ হবে, দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জনে সমর্থ হবে, সন্দেহ নেই।

—এম, এ, বশীর,
শেরপুর, সিলেট।